সমকাল

তারিখ ... 17 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৩ ...

কুটিয়াদী ও ভোলায় কলেজে হামলা-ভাংচুর, আটক ২

■ ভোলা, বোরহানউদ্দিন ও কুটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

ভোলার বোরহানউদ্দিনে আবদুল জব্বার কলেজের এইচএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের জের ধরে সোমবার অকৃতকার্য (ফেল করা) শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে একদল ছাত্র মিছিল করে এসে বোরহানউদ্দিন মহিলা ডিগ্রি কলেজে হামলা ও ভাংচুর চালিয়েছে। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গেও দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী কলেজের কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করে দা, কুড়াল নিয়ে কলেজে হামলা করে দরজা জানালা কুপিয়ে এক তাণ্ডবলীলা চালায়।

পরীক্ষায় খারাপ ফল

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় আবদুল জব্বার কলেজের ৫৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৪ জন পাস করে। আবদুল জব্বার কলেজের পরীক্ষা মহিলা কলেজ ভেন্যুতে হওয়ায় মহিলা কলেজের শিক্ষকরা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। পরিদর্শকদের কড়াকড়িতে ফল বিপর্যয় ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছে ফেল করা ছাত্ররা। অভিযোগে একদল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল করে এসে মহিলা কলেজে হামলা ও ভাংচুর চালায়। হামলার সময় মহিলা কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের ২টি মোটরসাইকেল ও অধ্যক্ষের কার্যালয় ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের তুষার ও নুরনবী নামের ২ ছাত্রকে আটক করেছে। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, কলেজের একটি মহলের ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটেছে।

বোরহানউদ্দিন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশীদ জানান, পরীক্ষা হলে অবৈধ সুবিধা না পেয়ে এ হামলা ও ভাংচুর চালানো হয়েছে। এটা পূর্ব পরিকল্পিত। এতে কলেজের প্রায় ১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আবদুল জব্বার কলেজ অধ্যক্ষ আবুল কাশেমকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে উপাধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন জানান, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

বোরহানউদ্দিন থানার ওসি রতন কৃষ্ণ রায় চৌধুরী জানান, ওই ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে আটক ২ ছাত্রের মুক্তির দাবিতে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত আবদুল জব্বার কলেজের প্রধান ফটকে তালা মেরে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এদিকে সোমবার সকালে কিশোরগঞ্জ কটিয়াদি কলেজের শিক্ষার্থী রিপন ও কাউসারের নেতৃত্বে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র চাইনিজ কুড়াল, রামদা ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে দরজা জানালা কুপিয়ে ভাংচুর করে। তারা জাকির স্যার কোথায় তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় এবং উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করে। তাদের তাণ্ডবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অধ্যক্ষ মো. মজিবুর রহমান পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশ এলে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান জানান, তার কলেজের পাসের হার ৫২ শতাংশ। টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের চাপের মুখে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে হয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষায় তারা ফেল করে। এতে পাসের হার কমে যায়। ঘটনার বিষয়টি কলেজের সভাপতি ও স্থানীয় এমপি অ্যাডভোকেট সোহরাব উদ্দিন ও উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াহাব আইন উদ্দিনকে অবহিত করলে উভয়ই আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে অনুমতি দিয়েছেন। বর্তমানে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন আছে। কটিয়াদী থানার ওসি আবদুস ছালাম বলেন, ভাংচুরের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।